১০০
সুসাব্যস্ত সুন্নাত

আয-যুলফি দা'ওয়াহ সেন্টার

অনুবাদ-সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচ.ডি (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা।
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আলোকিত প্রকাশনী

সূচিপত্র

১. প্রকাশকের কথা: ৪

২. ফরয ও নফলের গুরুত্ব:..... ৫

৩. ঘুমের সুন্নাত ৬

৪. ওযু ও সালাতের সুন্নাত.....১০

৫. রোযার সুন্নাত ২৯

৬. সফরের সুন্নাত..... ৩৩

৭. পোশাক ও পানাহারের সুন্নাত..... ৩৬

৮. যিকির ও দো'আ..... ৪১

৯. বিভিন্ন প্রকার সুন্নাতসমূহ..... ৫০

প্রকাশকের কথা:

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ'লা রসুলিল্লাহ, আম্মাবা'দ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হেদায়েতের পথে রাখার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের কাছে হেদায়েতের কিতাব পাঠিয়েছেন, মানুষ যেন জাহান্নামের পথ থেকে নাজাত পায়, জান্নাতের অনাবিল আনন্দের পথে বিচরণ করে, সেই ধারাতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারাই তাঁর রাসুলের আদর্শ বা সুন্নাতকে অনুসরণ করলো, মেনে চললো তারা যেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেই মেনে চললো, যারা রাসুলের নাফারমানী করলো তারা যেন আল্লাহ তা'আলারই নাফারমান হলো, যারা রাসুলের অনুসরণ করলো তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, কঠিন সময়ে তাঁর আদর্শকে মেনে চললে ৫০ জন শহীদ সাহাবীর নেকী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ, এক্ষণে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সেই প্রিয় রাসূলের সুন্নাত বা আদর্শ সম্পর্কে জানা এবং সেটার অনুসরণ করা। ১০০ সুসাব্যস্ত সুন্নাত বইটিতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি সুন্নাতের সন্নিবেশ করা হয়েছে যা একজন সুন্নাহর অনুসারী পাঠকের জন্য মণিমুক্তার চেয়েও দামী উপহার হবে আশা করছি ইন শা আল্লাহ।

سنن النوم
ঘুমের সুন্নাত

১। ওযু অবস্থায় ঘুমানো:

النوم على وضوء:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ).

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন, “যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করবে, তখন সালাতের ন্যায় ওযু করে ডান কাত হয়ে শয়ন করবে।” [বুখারী: ৬৩১১, মুসলিম: ৬৮৮২]

২। ঘুমের পূর্বে সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়া:

قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ).

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় হাতের

سنن الوضوء والصلاة
ওযু ও সালাতের সুন্নাত

৬। এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুল্লি করা ও নাকে দেয়া:

المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ).

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অঞ্জলি দিয়ে কুল্লি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন। [মুসলিম: ২৩৫]

৭। গোসলের পূর্বে ওযু করা:

الوضوء قبل الغسل :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ).

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয গোসল করতেন, তখন প্রথমে স্বীয় হস্তদ্বয় ধৌত করতেন। অতঃপর সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর দু’হাত দিয়ে তিন

করেন এবং তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদচারণা করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারা দেয়ার কাজের ন্যায়। [মুসলিম: ২৫১]

১৫। শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সালাতের জন্য আসা:

إتيان الصلاة بسكينة ووقار:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন সালাত আরম্ভ হয়ে যায়, তখন দৌড়ে তাতে শামিল হয়ো না। বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে এসে তাতে শামিল হও। যতটুকু পাও পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায় পরে পূরণ করে নাও। [বুখারী: ৯০৮, মুসলিম: ৬০২]

১৬। মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও বের হওয়ার সময় দো‘আ পড়া:

الدعاء عند دخول المسجد، والخروج منه :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَو عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ

وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).

উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোনো মুসলিম যখন আল্লাহর জন্য প্রতিদিন ফরয সালাতসমূহ ছাড়াও আরো বারো রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। [মুসলিম: ৭২৮]

* السنن الرواتب: عددها اثنا عشرة ركعة، في اليوم والليلة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

* সুন্নাত সালাত হলো বারো রাকাত: যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু’ রাকাত, মাগরিবের পরে দু’ রাকাত, ঈশার পর দু’ রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু’ রাকাত।

২২। চাশতের সালাত আদায় করা:

صلاة الضحى :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى).

২৬। কুবার মসজিদে সালাত পড়া:

الصلاة في مسجد قباء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا) زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، (فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ).

ইবনে ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে চড়ে ও পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আসতেন। ইবন নুমাইর এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে: অতঃপর তিনি সেখানে দু’ রাকাত সালাত আদায় করতেন। [বুখারী: ১১৯৪, মুসলিম: ১৩৯৯]

২৭। ঘরে নফল সালাত পড়া:

أداء صلاة النافلة في البيت :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا).

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ মসজিদে সালাত সমাপ্তি করে সে যেন তার সালাতের কিছু অংশ তার বাড়িতে পড়ার জন্য ছেড়ে রাখে। কারণ, আল্লাহ বাড়িতে সালাত পড়ার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন। [মুসলিম: ৭৭৮]

سنن الصيام
রোযার সুন্নাত

৩৬। সাহরী খাওয়া:

السحور:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً).

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে। [বুখারী: ১৯২৩, মুসলিম: ১০৯৫]

৩৭। সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে ইফতারী শুরু করা:

تعجيل الفطر، وذلك إذا تحقق غروب الشمس :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ).

সাহল ইবনে সা‘দ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকেরা যতদিন (সূর্যাস্তের পর) দ্রুত সময়ের মধ্যে ইফতার শুরু করবে, তত দিন কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে। [বুখারী: ১৯৫৭, মুসলিম: ১০৯৮]

سنن السفر
সফরের সুন্নাত

৪৪। সফরে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা:

اختيار أمير في السفر:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ).

আবু সাঈদ এবং আবু হুরয়ারা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তিনজন কোনো সফরে বের হয়, তখন তারা যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। [আবু দাউদ: ২৬০৮]

৪৫। সফরে কোনো উচ্চস্থানে উঠার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এবং নিচু স্থানে অবতরণের সময় তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করা:

التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا).

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উচু রাস্তায় আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর পাঠ করতাম এবং যখন নিচু রাস্তায় অবতরণ করতাম, তখন তাসবীহ পাঠ করতাম। [বুখারী: ২৯৯৩]

سنن اللباس والطعام
পোশাক ও পানাহারের সুন্নাত

৪৮। নতুন কাপড় পরার সময় দো'আ করা:

الدعاء عند لبس ثوب جديد:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: (اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ).

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো নতুন কাপড় পেতেন, তখন সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা হতো সেই নাম উচ্চারণ করে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, আন্তা কাসাউতানী-হ, আসআলুকা মিন খায়রিহি ওয়া খায়রি মা সুনিয়া লাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহি ওয়াশাররিমা সুনিয়া লাহ'। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। আপনিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যার জন্য তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। [আবু দাউদ:-৪০২০ (সহীহ)]

الذكر والدعاء
যিকির ও দো'আ

৫৮। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা:

الإكثار من قراءة القرآن :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ).

আবু উমামা আল-বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা কুরআন পড়ো; কারণ তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। [মুসলিম: ৮০৪]

৫৯। সুন্দর সুরে কুরআন পড়া:

تحسين الصوت بقراءة القرآن :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ).

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ নবীকে যেরূপ মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করাকে যেভাবে গভীরভাবে শোনেন অন্য কোনো জিনিসকে ঐরূপ গভীরভাবে শোনেন না। [বুখারী: ৭৫৪৪, মুসলিম: ৭৯২]

৬৩। রোগীর জন্য দো'আ করা:

الدعاء للمريض:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: (لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ).

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বলেন, 'লা বাসা ত্বহুর ইনশাআল্লাহ' (চিন্তার কোনো কারণ নেই আল্লাহ চাহেতো পাপ মোচন হবে)। [বুখারী: ৫৬৬২]

৬৪। ব্যথার স্থানে হাত রেখে দো'আ পড়া:

وضع اليد على موضع الألم، مع الدعاء:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ).

উসমান ইবনে আবিল আস আস-সাক্বাফি রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাঁর শরীরে অনুভব করে আসছেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শরীরে যেখানে ব্যথা অনুভব করছো সেখানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলো এবং সাতবার 'আউযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযির' (আমি আল্লাহর মর্যাদা এবং তাঁর কুদরতের

৬৭। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিকির করা:

ذكر الله عند دخول المنزل :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ).

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন মানুষ স্বীয় বাড়িতে প্রবেশ করার সময় মহান আল্লাহর যিকির করে নেয়, তখন শয়তান (তার সহচরদের) বলে, না তোমরা রাত্রিবাস করতে পারবে, আর না রাতের খাবার পাবে। কিন্তু প্রবেশ করার সময় যদি আল্লাহর যিকির না করে, তাহলে বলে, তোমরা রাত্রিবাস করতে পারবে। আর যদি খাবার সময় আল্লাহর যিকির না করে, তবে বলে, রাত্রিবাসও করতে পারবে এবং রাতের খাবারও পাবে। [মুসলিম: ২০১৮]

৬৮। মজলিসে আল্লাহর যিকির করা:

ذكر الله في المجلس :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (أي: حسرة)، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ).

سنن متنوعة
বিভিন্ন প্রকার সুন্নাতসমূহ

৭৪। জ্ঞানার্জন করা:

طلب العلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ).

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। [মুসলিম: ২৬৯৯]

৭৫। প্রবেশ করার পূর্বে তিনবার অনুমতি চাওয়া:

الاستئذان قبل الدخول ثلاثة:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ).

আবু মূসা আশ‘আরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনবার অনুমতি চাইবে। অনুমতি দিলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে। [বুখারী: ৬২৪৫, মুসলিম: ২১৫৩]

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে সক্ষম হবে, তার নেকীর খাতায় একশত নেকী লিখে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে, প্রথমের থেকে কম নেকী পাবে এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে, তার চেয়েও কম পাবে। [মুসলিম: ২২৪০]

৯৭। প্রত্যেক শোনা কথা বলে না বেড়ানো:

النهي عن أن يحدث المرء بكل ما سمع:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ).

হাফস ইবনে আসেম রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে সব শোনা কথা বলে বেড়াবে। [মুসলিম: ৫]

৯৮। নেকীর আশায় পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা:

احتساب النفقة على الأهل:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً).

আবু মাসউদ বাদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম